দশমঃ স্কন্ধঃ

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

১। ক্রীড়াসক্তেষু গোপেষু তদ্গাবো দূরচারিণীঃ।
স্বৈরং চরন্ত্যো বিবিশুস্তৃণলোভেন গহ্বরম্॥

১। অন্বয় ঃ শ্রীশুক উবাচ—ক্রীড়াসক্তেষু গোপেষু (গোপবালকেষু) দূরচারিণীঃ তদ্গাবঃ স্বৈরং (স্বাধীনং) চরন্ত্যঃ তৃণলোভেন গহ্বরং বিবিশু (প্রবিষ্টাঃ)।

১। মূলানুবাদ ঃ শ্রীশুকদেব বললেন—গোপবালকগণ খেলায় মত্ত হলে তাদের দূরচারিণী গো-সকল স্বচ্ছন্দ ভাবে ঘাস খেতে খেতে ঘাসের লোভে দুর্গম বনে প্রবেশ করল।

১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ প্রসঙ্গাল্লৌকিকত্বেঽপ্যলৌকিকীমেবান্যাং লীলাং ক্রমপ্রাপ্তা-মেবাহ—ক্রীড়েত্যাদিনা। তেষাং বা তা অসংখ্যা গাবঃ। সমাসান্তত্বাভাব আর্ষঃ। গহ্বরং দুর্গমবনম্; তৃণলোভেনেতি—শ্রীগোকুলানন্দকর্তৃক-চারণানন্দাচ্চরণাবেশঃ; ততস্তল্লোভস্তেনেতি জ্ঞেয়ম্। 'যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দঃ' (শ্রীভা ১০।১৪।৩৪) ইত্যাদৌ তথা প্রসিদ্ধেঃ, শ্রীবৃন্দাবনে যত্র কুত্রাপি মুহূর্ত্ত-মাত্রেণোদরপূরণস্য শক্যত্বাচ্চ॥ জী০ ১॥

১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ প্রসঙ্গক্রমে এতক্ষণ লৌকিক লীলা বলা হতে থাক-লেও এবার ক্রমপ্রাপ্ত অলৌকিক অন্য একটি লীলা বলা হচ্ছে—'ক্রীড়া' ইত্যাদি শ্লোকে। **তদ্ গাবো**—তাদের সেই অসংখ্য গোসকল। **গহ্বরং**—দুর্গম বন। **তৃণলোভেন ইতি**—শ্রীগোকুলানন্দ কর্তৃক চারণানন্দ হেতু আবেশ—এই আবেশ বশেই অতঃপর ঐ তৃণে লোভ—এই লোভেই দুর্গম বনে প্রবেশ, এরূপ বুঝতে হবে,—এইসব সর্বজন বিদিত কথার পরিপ্রেক্ষিতে, যথা—"এই ভগবান্ মুকুন্দই যাঁদের জীবন ও যথা সর্বস্ব"—(শ্রীভা০ ১০।১৪।৩৪) ইত্যাদি এবং 'শ্রীবৃন্দাবনে যেখানে সেখানে মুহূর্তমাত্রে উদর পূরণের কোমল ঘাসের ছড়াছড়ি'॥ জী০ ১॥

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ উনবিংশে মুদ্রিতাক্ষান্ মুঞ্জাটব্যাং দাবানলাৎ। রক্ষন্ ভাণ্ডীরমাপয্য স্বান্ মুক্তাক্ষান্ ব্যধাদ্ধরি॥ তত্তদনন্তরং দূরচারিণীঃ দূরচারিণ্যঃ॥ বি০ ১॥

২। অজা গাবো মহিষ্যশ্চ নির্ব্বিশন্ত্যো বনাদ্বনম্।
ঈষীকাটবীং নির্ব্বিবিশুঃ ক্রন্দন্ত্যো দাবতর্ষিতাঃ॥
৩। তেঽপশ্যন্তঃ পশূন্ গোপাঃ কৃষ্ণরামাদয়স্তদা।
জাতানুতাপা বিদুর্বিচিন্বন্তো গবাং গতিম্॥

২। **অন্বয়ঃ** অজাঃ গাবঃ মহিষ্যঃ চ বনাৎ বনং (বনান্তরং) নির্বিশন্ত্যঃ দাবতর্ষিতাঃ (সূর্য্যোত্তাপোত্থ-তাপেন তৃষ্ণাং প্রাপিতাঃ) ক্রন্দন্ত্যঃ ঈষিকাটবীং (শরাখ্যতৃণ বিশেষাণামটবীং) নির্বিবিশু !

৩। **অন্বয়ঃ** তদা কৃষ্ণারামাদয় তে গোপাঃ পশূন্ অপশ্যন্তঃ জাতানুতাপাঃ (অনুতপ্তাঃ) গবাং গতিং বিচিন্বন্তঃ ন বিদুঃ (ন জ্ঞাতবন্তঃ)।

২। **মূলানুবাদঃ** ছাগল গো-মহিষাদি পশু সকল বন থেকে বনে যেতে যেতে ক্রমশঃ শরবনে গিয়ে প্রবেশ করল। সেখানে তারা গ্রীষ্মের প্রখর তাপে তৃষ্ণার্ত হয়ে আর্তনাদ করতে লাগল।

৩। **মূলানুবাদঃ** কৃষ্ণরাম প্রমুখ গোপবালকগণ তখন তাঁদের গোমহিষাদি পশুদের না দেখে অনুতপ্ত হয়ে চতুর্দিকে খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু ওদের স্থিতি ঠিক মত বুঝতে পারলেন না।

১। **বিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** উনবিংশ অধ্যায়ে বর্ণন হয়েছে—নিজ গোপবালকদের চোখ বন্ধ করিয়ে নিয়ে শরবনের দাবানল থেকে রক্ষা, তৎপর ভাণ্ডীর বটমূলে এনে চোখ খোলানো শ্রীহরি দ্বারা। **তদ্**—অতঃপর। **দূরচারিণী**—দূরে দূরে চরে বেড়ানো॥ বি০ ১॥

২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** ন কেবলং গাব এবান্যেঽপি সর্ব্বে পশব ইত্যুক্তপোষ-ন্যায়েনাহ—অজা ইতি; অজাদীনাং গমনে যথাপূর্ব্বং শৈঘ্র্যাপেক্ষয়া তৎক্রমেণ নির্দ্দেশঃ। ঈষিকাটবীং প্রায়ো যমুনাতীরপরিত্যক্ত-তদ্দূরবর্ত্তি-রুক্ষসৈকতজাম্; অতএব, দাবেন অগ্নিসদৃশেন গ্রীষ্মকালীনতাপেন তর্ষিতাস্তৃষং প্রাপিতাঃ, অতএব ক্রন্দন্ত্যো বভূবুঃ॥ জী০ ২॥

২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** কেবল যে ধেনুরাই তাই নয়, ছাগী মহিষ ইত্যাদি অন্য সকল পশুও এই আশয়ে বলা হচ্ছে—অজা ইতি। চলার দ্রুততার অপেক্ষায় ক্রমানুসারে এদের নামের উল্লেখ—ছাগী সবচেয়ে চট্‌পট্‌ চলে তাই এর নাম সবার আগে। **ঈষীকা অটবীং**—কাশ বন,—যমুনা তীর-বর্জিত, যমুনা তীর থেকে দূরবর্তী রুক্ষ বালুভূমি জাত—অতএব **দাবতর্ষিতাঃ**—অগ্নি সদৃশ গ্রীষ্মকালীন প্রখর তাপে তৃষ্ণাযুক্ত—অতএব **ক্রন্দন্ত**—অশ্রু ত্যাগ করতে করতে॥ জী০ ২॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ঈষিকাণাং শরাখ্যতৃণবিশেষাণামটবীম্। দাবেন গ্রীষ্ম সূর্য্যোত্তপোত্থ-তাপেন। তর্ষিতাঃ তৃষ্ণাং প্রাপিতাঃ॥ বি০ ২॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** শর (খাগ্‌ড়া) নামক তৃণবিশেষের বন। **দাবতর্ষিতা**—গ্রীষ্ম সূর্যের তাপোত্থ তাপে তৃষ্ণার্ত॥ বি০ ২॥

৪। তৃণৈস্তৎখুরদচ্ছিন্নৈর্গোষ্পদৈরঙ্কিতৈর্গবাম্।
মার্গমন্বগমন্ সর্ব্বে নষ্টাজীব্যা বিচেতসঃ॥

৪। **অন্বয়ঃ** নষ্টাজীব্যাঃ (বিগত জীবিকা সাধনাঃ) বিচেতসঃ সর্ব্বে (গোপাঃ) তৎখুরদচ্ছিন্নৈঃ (গবাদীনাং খুরৈর্দন্তিশ্চচ্ছিন্নৈঃ) তৃণৈঃ গোষ্পদৈঃ অঙ্কিতৈঃ গবাং মার্গং অন্বগমন্।

৪। **মূলানুবাদঃ** তখন জীবিকার উপায়স্বরূপ গো-মহিষাদি বিনষ্ট বুঝে ক্ষুব্ধ চিত্ত কৃষ্ণরামাদি বালকগণ খুরে ও দাতে ছিন্ন-ভিন্ন ঘাস ও গোষ্পদে চিহ্নিত ভূমি দ্বারা নির্দেশিত গোপথ ধরে চলতে লাগলেন।

৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** কৃষ্ণেতি—তৈর্ব্যাখ্যাতমেব; তথাপি তয়োঃ সাক্ষাদ্বর্ত্তমানয়োরপি গোপানাং পশ্বদর্শনাদিকং তয়োঃ কৌতুকপরতয়েতি জ্ঞেয়ম্; যদ্বা, কৃষ্ণরামৌ আদৌ আদৌ বর্ত্তেতে যেষামিতি 'উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্ততঃ' (শ্রীভা ১০।১৩।১৬) ইতিবদগবাদিস্নেহময়-লীলাবেশপক্ষে তদ্‌গুণসংবিজ্ঞানঃ॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** [স্বামিপাদ—**গোপাঃ কৃষ্ণরামাদয়**—কৃষ্ণরাম 'আদি' মূল যাঁদের সেই গোপগণ—কৃষ্ণরাম এই গোপেদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।] তথাপি তাঁরা দুজন সাক্ষাৎ বর্তমান থাকতেও গোপবালকদের যে পশু দেখতে না-পাওয়া, তা রামকৃষ্ণের কৌতুকপরতা হেতু, জানতে হবে। অথবা, কৃষ্ণরাম যাঁদের আদিতে বর্তমান—অর্থাৎ কৃষ্ণরামপ্রমুখ গোপবালকগণ—"তখন সর্বত্র বৎস-বৎসপাল উভয়ই অন্বেষণ করতে লাগলেন।"—(শ্রীভা০ ১০।১৩।১৬)। এখানে এই শ্লোকে যেমন কৃষ্ণের স্নেহময় লীলাবেশে জ্ঞানাচ্ছন্নতা দেখা যায় সেইরূপ এখানেও॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** জাতানুতাপা ন বিদুর্ন বিবিদুঃ। গোবিষয়ক প্রেম্নৈবাবৃতজ্ঞানাঃ॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** অনুতপ্ত বালকগণ গোদের স্থিতি **ন বিদুঃ**—ঠিক মত জানতে পারলেন না॥ বি০ ৩॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** গোষ্পদৈর্গোভিঃ সেবিতৈর্মার্গৈঃ, যতোঽঙ্কিতৈঃ তৎপূরাদিভির্লিখিতৈঃ। 'গোষ্পদং সেবিতাসেবিত-প্রমাণেষু' ইতি শব্দস্মৃতেরন্যত্র সুড়ভাবাৎ॥ জী০ ৪॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** **গোষ্পদৈঃ ইতি**—গোগণের দ্বারা সেবিত, **মার্গ-মন্বগমন্**—পথ ধরে ধরে তাঁরা যেতে লাগলেন। যেহেতু **অঙ্কিতৈঃ**—তাদের খুরে খুরে তৈরী সেই পথ॥ জী০ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তাসাং গবাং খুরৈর্দন্তিশ্চ ছিন্নৈস্তৃণৈঃ গোষ্পদৈরঙ্কিতৈর্ভূপ্রদেশৈশ্চ লক্ষিতং গবাং মার্গং। নষ্টাজীব্যা বিগতজীবিকা সাধনাঃ॥ বি০ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** সেই গোদের খুরে ও দাতে ছিন্ন ভিন্ন তৃণ দেখে ও গোষ্পদে চিহ্নিত ভূমিতলের দ্বারা নির্দেশিত গো-পথে চলতে চলতে। **নষ্টা জীব্যা**—জীবিকা-উপায় বিনষ্ট॥ বি০ ৪॥

৫। মুঞ্জাটব্যাং ভ্রষ্টমার্গং ক্রন্দমানং স্বগোধনম্।
সম্প্রাপ্য তৃষিতাঃ শ্রান্তাস্ততস্তে সংন্যবর্ত্তয়ন্॥
৬। তা আহূতা ভগবতা মেঘগম্ভীরয়া গিরা।
স্বনাম্নাং নিনদং শ্রুত্বা প্রতিনেদুঃ প্রহর্ষিতাঃ॥

৫। **অন্বয়ঃ** ততঃ তে (গোপাঃ) মুঞ্জাটব্যাং (মুঞ্জাবনে) ভ্রষ্টমার্গং ক্রন্দমানং স্বগোধনং সংপ্রাপ্য তৃষিতাঃ শ্রান্তাঃ সংন্যবর্তয়ন্ (গবাদীনাং তৎ স্থানাৎ পরাবর্তয়ামাসুঃ)।

৬। **অন্বয়ঃ** ভগবতা (কৃষ্ণেন) মেঘগম্ভীরয়া গিরা আহূতাঃ তাঃ স্বনাম্নাং শ্রুত্বা প্রহর্ষিতাঃ প্রতিনেদুঃ (প্রতিশব্দং চক্রুঃ)।

৫। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর শরবনে পথভ্রষ্ট ক্রন্দনরত নিজ গোধন অক্ষত অবস্থায় পেয়ে রাম-কৃষ্ণাদি বালকগণ তাদের একত্র করে ফিরিয়ে নিয়ে চললেন। এইরূপে বহু ঘোরা-ঘুরি ছুটাছুটিতে তারা তৃষ্ণার্ত ও শ্রান্ত হয়ে পড়লেন।

৬। **মূলানুবাদঃ** (কি করে গোধনদের পাওয়া গেল তাই বলা হচ্ছে—) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জলদ-গম্ভীর স্বরে গোধনদের যার যা নাম, তাই ধরে ধরে ডাকতে থাকলে নিজ নাম সম্বন্ধীয় মধুর তারস্বর শুনে তারা পরমানন্দিত হয়ে হাম্বা হাম্বা রবে প্রত্যুত্তর করল।

৫। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ** সম্যক্ সর্ব্বমঙ্গলত্বাদিনৈকত্রৈব প্রাপ্য, সম্যক্ত্বয়া একীকরণাদিনা ন্যবর্ত্তয়ন্ ততস্তৃষিতাঃ শ্রান্তাশ্চ বহুলপরিভ্রমণাদভবন্॥ জী॰ ৫॥

৫। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ সম্প্রাপ্য**—সম্যক্+প্রাপ্য, সর্বমঙ্গলাদির সহিত একত্রভাবে প্রাপ্ত হয়ে। সম্যক্ ভাবে এক জায়গায় জড় করে ফিরিয়ে নিয়ে চললেন। বহু ঘোরা-ঘুরি ছুটাছুটিতে তারা তৃষ্ণার্ত ও শ্রান্ত হলেন॥ জী॰ ৫॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** মুঞ্জাটব্যাং তত্রৈব শরবনে সম্প্রাপ্য তা গবাদ্যাঃ ন্যবর্ত্তয়ন্ পরাবর্ত্তয়ামাসুঃ॥ বি॰ ৫॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ মুঞ্জাটব্যাং**—সেখানেই শরবনে সেই গোদের পেয়ে **ন্যবর্ত্তয়ন্**—ফিরিয়ে নিয়ে এলেন॥ বি॰ ৫॥

৬। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ** সম্প্রাপ্যেত্যুক্তং তৎপ্রকারং বদন্ শ্রীগোপচূড়ামণিনা গোগোপ-সন্তোষণমাহ—তা ইতি। মেঘগম্ভীরয়েত্যত্র মেঘ-শব্দেন মেঘগর্জ্জিতং লভ্যতে, সর্বত্র তু গম্ভীর-শব্দঃ খলু দূরদৃশ্যতলস্থ গর্ত্তস্থ বিশেষণং ভবতি, লক্ষণয়া তু তত্রস্থজলমপি বিশিনষ্টি, তস্মাদুত্থিতো নাদশ্চ প্রায়ো গুরুর্ভবন্ গম্ভীরতয়া উপচর্য্যতে; মেঘস্য নাদস্তু তদ্বদ্গুরুঃ স্যাৎ, তদ্ভগবতো গীশ্চ স্বরতস্তাদৃশী স্যাদিত্যভিপ্রেত্যাহ- মেঘগম্ভীরয়া গিরেতি। ততশ্চ মেঘগম্ভীরয়া গিরা যৎ স্বস্বনাম, তদুচ্চারণং, তেনা-

৭। ততঃ সমন্তাদ্দবধূমকেতু-র্যদৃচ্ছয়াভূৎ ক্ষয়কৃদ্বনৌকসাম্।
সমীরিতঃ সারথিনোল্বণোল্মুকৈ-র্বিলেলিহানঃ স্থিরজঙ্গমান্ মহান্॥

৭। **অন্বয়ঃ** ততঃ (অতঃ পরং) বনৌকসাং (বনবাসিনাং) ক্ষয়কৃৎ সারথিনা (বায়ুনা) সমীরিতঃ (সঞ্চালিতঃ) উল্বনোল্মুকৈঃ (অতি তীব্রৈরুল্মুকৈঃ) স্থিরজঙ্গমান্ বিলেলিহান্ (দহ্যমানঃ) মহান্ দবধূমকেতুঃ (দাবানলঃ) যদৃচ্ছয়া (অকস্মাৎ) সমন্ততঃ অভূৎ।

৭। **মূলানুবাদঃ** সেই সময়ে অকস্মাৎ বনবাসী-বিনাশক বিশাল এক দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হয়ে উহা তার উল্কা সদৃশ স্ফুলিঙ্গের দ্বারা বৃক্ষাদি ও পশু পাখী প্রভৃতিকে পুড়িয়ে মারবার জন্য চতুর্দিক ছেয়ে ফেলল।

হুতাঃ সত্যস্তৎসম্বন্ধিনং নিনদং মধুরতারস্বরবিশেষং শ্রুত্বা প্রহর্ষিতাঃ প্রহৃষ্টাঃ সত্যঃ প্রতিনেদুঃ প্রত্যুত্তরতয়া শব্দং চক্রুঃ॥ জী০ ৬॥

৬। **শ্রীজীব বৈ০-তোষণী টীকানুবাদঃ** কি করে মঙ্গলমত পেলেন, সেই কৌশল বলতে গিয়ে শ্রীগোপচূড়ামণি কৃষ্ণের দ্বারা কৃত গো-গোপসন্তোষণ বলা হচ্ছে—তা ইতি। গোসকলকে আহ্বান করলেন মেঘগম্ভীর স্বরে—এখানে 'মেঘ' শব্দে 'মেঘধ্বনি' অর্থ পাওয়া যাচ্ছে। সর্বত্রই কিন্তু 'গম্ভীর' শব্দ অদৃশ্য পাতাল-গর্তের বিশেষণ—লক্ষণাবৃত্তিতে সেখানকার জলকেও বিশেষভাবে বুঝাচ্ছে। সেখান থেকে উত্থিত শব্দও প্রায় গুরু হয়, তাই 'গম্ভীর' বলা হয় লক্ষণায়। মেঘের শব্দও এইরূপই গুরু-ভগবান্ কৃষ্ণের গলার শব্দও মেঘের মত গম্ভীর, এই অভিপ্রায়েই এখানে বলা হচ্ছে—মেঘগম্ভীর স্বরে ডাকলেন। মেঘগম্ভীর স্বরে যার যা নাম, তাই ধরে ডাকতে থাকলে প্রত্যেকের নিজ নিজ সম্বন্ধীয় **নিনদং**—মধুর তারস্বর বিশেষ শুনে **প্রহর্ষিতা**—পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়ে **প্রতিনেদুঃ**—প্রত্যুত্তরে শব্দ করল॥ জী০ ৬॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** সম্প্রাপ্যেত্যুক্তং তৎ কেন প্রকারেণেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ,—তা ইতি। আত্মানং দর্শয়ন্ গা আহ্বয়ামাস। তা গবাদয়ঃ॥ বি০ ৬॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** গোধনদের খুঁজে পাওয়ার কথা বলা হল—কি করে খুঁজে পেলেন, এ বলবার ইচ্ছায় উক্ত হচ্ছে—তা ইতি। **আহূতা**—নিজেকে দেখিয়ে দেখিয়ে গোদের ডাকতে লাগলেন॥ বি০ ৬॥

৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** ততস্তস্মিন্নেব সময়েঽভূৎ উদ্ভূতঃ, যদৃচ্ছয়া অকস্মাৎ, অয়মপি প্রলম্বসখঃ কশ্চিদ্দৈত্য ইতি, কেচিদাহুঃ—বৃন্দাবনে দবনিষেধাৎ। উল্বণোল্মুকৈঃ উল্কাসদৃশস্ফুলিঙ্গৈঃ বিলেলিহানঃ বিশেষেণ লেলিহন্ দন্দহ্যমান ইত্যর্থঃ যতো মহান্ ব্যাপকঃ॥ জী০ ৭॥

৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** ততঃ—সেই সময়ে। **অভূৎ**—প্রাদুর্ভূত হল। **যদৃচ্ছয়া**—অকস্মাৎ ; কেউ কেউ বলেন, এই প্রলম্ব-সখা কোনও দৈত্যই হবে, কারণ বৃন্দাবনে দাবানলের নিষেধ। **উল্বণোল্মুকৈঃ**—উল্কা সদৃশ স্ফুলিঙ্গের দ্বারা **বিলেলিহানঃ**—বিশেষভাবে লেলিহান দন্দহ্যমান অর্থাৎ বিশাল আকারে হুহু করে পুড়িয়ে দিচ্ছে যেহেতু **মহান্**—ব্যাপক॥ জী০ ৭॥

৮। তমাপতন্তং পরিতো দবাগ্নিং গোপাশ্চ গাবঃ প্রসমীক্ষ্য ভীতাঃ।
উচুশ্চ কৃষ্ণং সবলং প্রপন্না যথা হরিং মৃত্যুভয়ার্দ্দিতা জনাঃ॥

৮। অন্বয়ঃ গাবঃ গোপাঃ পরিতঃ (চতুর্দ্দিক্ষুঃ) আপতন্তং তং দাবাগ্নিং প্রসমীক্ষ্য ভীতাঃ মৃত্যু ভয়ার্দিতাঃ জনাঃ হরিং যথা (হরিং ইব) সবলং কৃষ্ণং প্রপন্নাঃ (আশ্রয়ং গতাঃ) উচুঃ চ।

৮। মূলানুবাদঃ চতুর্দিক থেকে বেগে ধেয়ে আসা সেই দাবাগ্নিকে উদ্ভট সুদুস্তর বিচার করে গোপবালকগণ ও গো-মহিষাদি ভীত হয়ে পড়ল। মৃত্যুভয়ে ভীত লোকেরা যেমন বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীনারায়ণের শরণাপন্ন হয় সেইরূপ এরা সরামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন।

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তদেবং গোভিঃ সঙ্গতীভূয় যদৈব তদ্বনান্নিষ্ক্রমিতুমৈচ্ছংস্তদৈব তে দাবানলেনাব্রিয়ন্তেত্যাহ,—তত ইতি। দাবাবনং তৎসম্বন্ধী ধূমকেতুরগ্নিঃ। যদৃচ্ছয়া আকস্মিক ইত্যয়মপি প্রলম্বসখঃ কশ্চিদ্দৈত্য ইত্যাহুঃ। সারথিনা বায়ুনা। উল্বণৈরতিতীব্রৈরুল্মূকৈঃ॥ বি০ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ এইরূপে গোদের সহিত মিলিত হয়ে যখন সেই বন থেকে বের হতে ইচ্ছা করছেন ঠিক সেই সময়ে তারা দাবানলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেলেন। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ততঃ ইতি। **দব ধূমকেতু**—'দব' বন, তৎ সম্বন্ধী **ধূমকেতু**—অগ্নি। **যদৃচ্ছয়া**—আকস্মিক ভাবে। অনেকেই বলে থাকেন এ প্রলম্ব সখা কোনও দৈত্যই। **সারথিনা**—বায়ু দ্বারা। **উল্বনোল্মূকৈঃ**—অতি তীব্র অগ্নি শিখা দ্বারা (দগ্ধ করতে করতে)॥ বি০ ৭॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ আপতন্তং বেগেনাগচ্ছন্তং, প্রসমীক্ষ্য অত্যুদ্ভটং সুদুস্তরঞ্চ বিচার্য্যেত্যর্থঃ। অত্র গোপা গোপালনায় নিযুক্তাঃ সাধারণা এব, শ্রীদামাদীনান্তু তদঙ্গসঙ্গিত্বান্নিবেদনাপেক্ষা নাস্তীতি; অতঃ প্রপন্না দবসমীপাদাগম্য শরণমাগতাঃ; ভীতত্বে হেতুঃ—সগাবঃ গোভিঃ সহিতা ইতি; 'গোস্ত্রিয়োরুপসর্জ্জনস্য' ইতি হ্রস্বত্বাভাব আর্ষঃ। গোপাশ্চ গাব ইতি পাঠে গাবশ্চোচুরিত্যায়াতি, তত্র ব্যগ্রতয়ারম্ভণাৎ তা অপ্যুচুরিত্যর্থঃ। গোপাঃ স্ম গাব ইতি পাঠে স্ম প্রসিদ্ধৌ। হরিমিতি তস্যৈবৈশ্বর্য্যাংশে দৃষ্টান্তঃ। মৃত্যোর্মরণপরম্পরা লক্ষণ-সংসারাৎ ভয়েনার্দ্দিতা জনা ইতি সভয়ার্ত্ত্যুক্তৌ দৃষ্টান্তঃ, ন তু মরণমাত্রত্রাণাংশে; অতশ্চ কেবলং শ্রীভগবদ্বিয়োগত এব ভীতা ইতি পূর্ব্ববদ্বোদ্ধব্যং, তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ আপতন্ত—বেগে ধেয়ে আসা সেই (দাবাগ্নি) **প্রসমীক্ষ্য**—'প্র' অতি উদ্ভট সুদুস্তর বিচার করে। **গোপাঃ**—এই পদে এখানে গো-পালনের জন্য নিযুক্ত সাধারণ দাস্য বা সখ্যভাবের গোপেদের কথাই বলা হচ্ছে—শ্রীদামাদি তাঁর অঙ্গ-সঙ্গী হওয়ার দরুণ নিবেদনের অপেক্ষা নেই তাঁদের। অতএব এই দাস গোপেরাই দাবানলের কাছ থেকে এসে কৃষ্ণের **প্রপন্না**—শরণাগত হলেন। ভীত হওয়ার হেতু—সঙ্গে গোগণ আছে বলেই ভয় ['গোপাঃ সগাবঃ' পাঠ ধরে এই ব্যাখ্যা]—'গোপাশ্চ গাবঃ' পাঠও আছে, এতে ব্যাখ্যা—'গাবশ্চ উচুঃ' গোগণও বলতে লাগল—এখানে ব্যগ্রতা হেতু আরম্ভ থেকেই এই গোগণও বলছিল। আরও একটি পাঠ 'গোপাঃ স্ম গাব' এখানে 'স্ম'

৯। কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর্য হে রামামোঘবিক্রম।
দাবাগ্নিনা দহ্যমানান্ প্রপন্নাংস্ত্রাতুমর্হথঃ॥
১০। নূনং ত্বদ্বান্ধবাঃ কৃষ্ণ ন চার্হন্ত্যবসাদিতুম্।
বয়ং হি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ তন্নাথাস্ত্বৎপরায়ণাঃ॥

৯। **অন্বয়ঃ** হে মহাবীর্য্য কৃষ্ণ কৃষ্ণ [হে] অমোঘ বিক্রম রাম, দাবাগ্নিনা দহ্যমানান্ প্রপন্নান্ ত্রাতুম্ অর্হথঃ।

১০। **অন্বয়ঃ** [হে] সর্বধর্ম্মজ্ঞ কৃষ্ণ, বয়ং নূনং তদ্ বান্ধবাঃ তন্নাথাঃ (ত্বং-এব নাথ যেষাং তে) ত্বৎ পরায়ণা হি [অতঃ] অবসাদিতুং ন অর্হন্তি (নষ্টাঃ ভবিতুং ন উচিতঃ ভবতি)।

৯। **মূলানুবাদঃ** কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর্য, হে রাম অমোঘ বিক্রম! দাবাগ্নিতে দহ্যমান শরণাগত জন মাত্রকেই রক্ষা করতে তোমরা সমর্থ।

১০। **মূলানুবাদঃ** হে সর্বধর্মজ্ঞ কৃষ্ণ! তোমার সম্বন্ধ মাত্র থাকলেও নিশ্চয়ই অতি দুঃখিত জনের মতো আর্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে হয় না কারুর, দাবাগ্নি দাহের কথা আর বলবার কি আছে? আর আমরা তো একমাত্র তোমারই শরণাগত ও তোমাতে একনিষ্ঠ।

প্রসিদ্ধিতে। **হরিং**—এই পদের ধ্বনি কৃষ্ণেরই ঐশ্বর্য-অংশের সহিত উপমা। **মৃত্যুভয়াৎ**—জন্মমৃত্যু পরম্পরা লক্ষণ সংসার থেকে ভয়ে পীড়িত জনেরা যেরূপ হরির শরণ নেয়—ইহা সভয়-আর্তি-উক্তিতে দৃষ্টান্ত—কেবল যে মরণমাত্র ত্রাণ-অংশে তাই নয়, দৃষ্টান্তটি সংসার ত্রান-অংশেও। অতঃপর আরও, তারা কেবল শ্রীকৃষ্ণ বিরহের ভয়েই ভীত, পূর্ববৎ এরূপ বুঝতে হবে। ইহা অগ্রে প্রকাশিতও হবে॥ জী০ ৮॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ উচুশ্চেতি। "অনেন সর্ব্বদুর্গাণি" ইতি গর্গোক্তিমনুস্মৃত্যেত্যর্থঃ। গোপাশ্চ গাব ইতি, গোপাঃ স্ম গাব ইতি, গোপাঃ স গাব ইতি ত্রয়ঃ পাঠাঃ। তত্র স গাব ইতি "গোস্ত্রিয়ো" রিত্যাদিনা হ্রস্বত্বাভাব আর্ষঃ॥ বি০ ৮॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ উচুশ্চ—কৃষ্ণের কাছে বললেন—কৃষ্ণের কাছে কেন? এরই উত্তরে—গর্গমুনি যে বলেছিলেন—'এই বালক তোমাদিগকে সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করবে' সেই বাক্য-স্মরণ করে কৃষ্ণের কাছে বললেন। গোপাশ্চ গাবঃ, গোপাঃ স্ম গাবঃ, গোপঃ স গাবঃ এই তিন প্রকার পাঠ॥ বি০ ৮॥

৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ মহদ্বীর্য্যং প্রভাবো যস্য ইতি 'অবিষহ্যং মন্যমানঃ কৃষ্ণং দানবপুঙ্গবঃ' (শ্রীভা ১০।১৮।২৫) ইতি দৃষ্টরীত্যা শ্রীকৃষ্ণং প্রতি সম্বোধনম্। অমোঘবিক্রমেতি শ্রীবলদেবং প্রতি মহাদৈত্যস্য মুষ্টিনৈকেনৈব বধাৎ। অমিতেতি পাঠোঽপি তথাভিপ্রায়াৎ; এবং ত্রাণসামর্থ্যমুক্তং, প্রপন্নান্ শরণাগতানিতি মহাভয়স্বভাবেন॥ জী০ ৯॥

৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ মহাবীর্য** - মহা প্রভাব সম্পন্ন—"দানবশ্রেষ্ঠ প্রলম্ব কৃষ্ণকে অপরাজেয় মনে করে"—(শ্রীভা০ ১০।১৮।২৫) এখানে ব্যক্ত রীতিতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই সম্বোধন। **অমোঘ বিক্রম**—এ শ্রীবলদেবের প্রতি সম্বোধন—মুষ্ট্যাঘাতেই মহাদৈত্যর বধ হেতু। 'অমিত বিক্রম' পাঠও আছে—একই অভিপ্রায় হেতু। এইরূপে কৃষ্ণ-বলরামের ত্রাণ সামর্থ্য বলা হল। **প্রপন্নান্ ইতি**—আশ্রিত জন মাত্রকেই, (ত্রান করতে সমর্থ্য) যারা আশ্রয়ে আগত, মহাভয় স্বভাবে ॥ জী০ ৯ ॥

১০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** এবং তৎকালৌচিত্যাৎ প্রথমং দ্বাবেব প্রার্থ্য স্নেহবিশেষেণ প্রভাববিশেষানুভবেন চ শ্রীকৃষ্ণমেব বিজ্ঞাপয়ন্তি। নূনমিতি নিশ্চয়ে, ত্বদ্বান্ধবাস্ত্বৎসম্বন্ধমাত্রবন্তোঽপি। চকারোঽপ্যর্থে। অবসাদিতুম্ অব সমান্তাৎ সাদো যেষাং তে অবসাদাস্তদ্বদাচরন্তি ইতি ক্বিপ্, ততস্তমুন্ দুঃখিত-জনবদাচরিতুমপি নার্হন্তি, কুতস্তু দাবাগ্নিদাহমিত্যর্থঃ। হি বিশেষে। বয়ন্তু ত্বন্নাথা ত্বদেকাশ্রয়া ইত্যর্থঃ। 'হি পাদপূরণে হেতৌ বিশেষেঽপ্যবধারণে' ইতি বিশ্বঃ। কিঞ্চ, ত্বমেব পরময়নম্ আশ্রয়ো যেষাং তে, ত্বদেকনিষ্ঠা ইত্যর্থঃ। 'অতস্ত্বৎপাদাব্জং ত্যক্তুং ন শক্নুমঃ' ইতি ভাবঃ। 'দাবাগ্নিভয়েন গোভিঃ সমমেবাত্র বয়মাগতাঃ, আসাং জীবনমেব চাস্মাকং জীবনমিত্যেব ন স্বরক্ষার্থং প্রার্থয়ামহে' ইতি স্বানুভবেন স্বয়ং জানাসি। অতো যথাযথং বিধাস্যসীত্যভিপ্রেত্যাহ—সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞেতি। হে স্বস্য চাস্মাকঞ্চ ধর্ম্মস্যাভিজ্ঞেত্যর্থঃ ॥ জী০ ১০ ॥

১০। **শ্রীজীব-বৈঃ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এবং তৎকালোচিত বলে সাধারণ ভাবে রামকৃষ্ণের আশ্রিত পালন গুণ সম্বন্ধে দুটি নিবেদন করে নিলেন, 'প্রপন্নান্' ইত্যাদি ও 'নূনং ত্বদ্বান্ধবা' ইত্যাদি বাক্যে [তৎপর বয়ং হি বাক্যে নিজেদের সম্বন্ধে প্রার্থনা ব্যক্ত করা হয়েছে।] নূনম্—নিশ্চয় **ত্বদ্বান্ধবাঃ**—তোমার সম্বন্ধ মাত্র থাকলেও, 'অপি' অর্থে চকার। **অবসাদিতুম্**—'অব' সম্পূর্ণভাবে, 'সাদ' দুঃখ যাদের তারা 'অবসাদা'—সম্পূর্ণভাবে দুঃখিত জনের মত আচারবান্; —'অবসাদিতুম্' অতি দুঃখিত জনের মত ব্যবহার করবার যোগ্য নয়—দাবাগ্নি দাহের কথা আর বলবার কি আছে। **হি**—আর বিশেষ করে **বয়ং ত্বন্নাথা**—আমরা তো একমাত্র আপনারই শরণাগত, [হি পাদপূরণে, হেতুতে, বিশেষে, অপি, অবধারণে —বিশ্ব]। **ত্বৎপরায়ণাঃ**—আরও,আপনিই পরম আশ্রয় আমাদের অর্থাৎ আমরা তো ত্বদেকনিষ্ঠ—'অতএব আপনার পদকমল ত্যাগ করতে অসমর্থ।' এরূপ ভাব। 'দাবাগ্নি ভয়ে গোদের সহিত আমরা এখানে এসেছি, এই গোদের জীবন ও রামকৃষ্ণ আমাদের দু-ভাই-এর জীবন রক্ষার্থেই প্রার্থনা করছে এই গোপ-বালকরা, নিজ রক্ষার্থে নয়'—হে কৃষ্ণ, তুমি নিজ অনুভবে স্বয়ংই এরূপ জান। [শ্রীগোপালচম্পূতেও এরূপ অনুভবের কথাই প্রকাশ করা হয়েছে "হরিরক্ষাপরতয়া সমীয়ুর্বৈয়গ্রং" ইত্যাদি বাক্যে] সুতরাং যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনকর, এই অভিপ্রায়ে বলা হচ্ছে **সর্ব্বধর্মজ্ঞ ইতি**—হে নিজের ও আমাদের 'ধর্ম' অর্থাৎ স্বভাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ॥ জী০ ১০ ॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অবসাদিতুং অব সমন্তাৎ সাদো যেষাং তেঽবসাদাস্তদ্বদাচরিতুমপি নার্হন্তীত্যাচার ক্বিবন্তার্ত্তুমুন্ ॥ বি ১০ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

১১। বচো নিশম্য কৃপণং বন্ধূনাং ভগবান্ হরিঃ।
নিমীলয়ত মা ভৈষ্ট লোচনানীত্যভাষত॥

১১। অন্বয়ঃ শ্রীশুকঃ উবাচ—ভগবান্ হরিঃ বন্ধূনাং কৃপনং (দীনং) বচঃ নিশম্য (শ্রুত্বা) [হে বান্ধবাঃ] মা ভৈষ্ট (ন ভেতব্যং) লোচনানি নিমীলয়ত ইতি অভাষত।

১১। মূলানুবাদঃ শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবান্ হরি বন্ধুদের এই করুণ বাক্য শুনে বললেন—'মা ভৈ', চোখ বোজ।

১০। বিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অবসাদিতুং—সর্বপ্রকারে দুঃখিত জনের মত আচরণ 'চ' 'অপি' করতেও অযোগ্য॥ বি০ ১০॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ স্বভাবত এব হরিঃ সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা, তত্র চ ভগবান্ ভক্ত-বাৎসল্যাদি-নিজবিশেষগুণ-প্রকটনপরঃ, তত্রাপি বন্ধূনাং 'যন্মিত্রং পরমানন্দম্' (শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩২) ইতি ন্যায়েনাত্মৈকমিত্রাণাং কৃপণং কার্তর্য্যযুক্তং বচঃ। লোচনানি নিমীলয়তেতি ক্রীড়া-কৌতুক-স্বভাবেন, বস্তু-তস্ত্বয়ং ভাবঃ—এতে মদেকস্নেহাক্রান্তচিত্তা নিজক্ষেমানপেক্ষয়াপি মৎক্ষেমমেব নিজজীবনতোঽপ্যপেক্ষন্তে; অতো মমাগ্নিপানং নিরীক্ষ্য মদনিষ্টশঙ্কয়া সহসা দাবাগ্নিমপ্যেতং কিল প্রবিশেয়ুঃ; অতোঽমুমেবালক্ষিতেমেব পাস্যামীতি। কিঞ্চ, অলক্ষিতং ক্রীড়ার্থং ভাণ্ডীরং তান্ শীঘ্রং নেতুং তথোক্তম্। নন্বহো পরমকৌতুকিন্ লোচননিমীলনেন কথবগ্নিপরিহারস্তত্রাহ—মা ভৈষ্ট, রক্ষিতাস্মীতি ভাবঃ॥ জী০ ১১॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০তোষণী টীকানুবাদঃ হরি—স্বভাবতই 'হরি' সর্বদুঃখহারী, এরমধ্যেও আবার ভগবান্—ভক্তবাৎসল্যাদি নিজবিশেষগুণ প্রকটনপর, এরমধ্যেও আরও বন্ধূনাং—'পরমানন্দ শ্রীকৃষ্ণ যাঁদের মিত্র'(শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩২) প্রাণসম মিত্রদের কৃপণং—কাতরতা যুক্ত বাক্য (শুনে) শ্রীভগবান্ বললেন—চোখ বোজ, ক্রীড়াকৌতুক স্বভাবে এরূপ বললেন। বস্তুত এখানে এরূপ ভাব, যথা—এই গোপ-বালকগণ মদেক স্নেহাক্রান্ত-চিত্ত—নিজের মঙ্গলের অপেক্ষা না করেও আমার মঙ্গলই নিজ জীবন থেকেও অপেক্ষা করে এরা—অতএব আমার অগ্নিপান দেখে আমার অনিষ্ট আশঙ্কায় এরা-না সহসা দাবাগ্নিতেই প্রবেশ করে যায়—অতএব এদের অলক্ষিতেই পান করে নেব। আরও, অলক্ষিত ক্রীড়ার জন্য তাদিকে শীঘ্র ভাণ্ডীরে নেওয়ার জন্য ওরূপ বলা হল। আচ্ছা, অহো পরম কৌতুকি! চোখ বন্ধ করতেই কি করে অগ্নি এড়িয়ে যাব? এরই উত্তরে মাভৈষ্ট—ভয় পেও না—আমার দ্বারা তোমরা রক্ষিত এরূপ ভাব॥ জী০ ১১॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ নিমীলয়তেতি। তেষামগ্নিপানদর্শনানৌচিত্যং তথৈবালক্ষিতং ততঃ স্থানাত্তেষামতিশ্রান্তানামতিসন্তপ্তানামলক্ষিতমেবাতিসুশীতলসুচ্ছায়ভাণ্ডীরতরুতলপ্রাপণৌচিত্তঞ্চ পরামৃশ্যেতি

১২। তথেতি মীলিতাক্ষেষু ভগবানগ্নিমুল্বণম্।
পীত্বা মুখেন তান্ কৃচ্ছ্রাদ্‌যোগাধিশো ব্যমোচয়ৎ॥

১২। অন্বয়ঃ যোগাধীশঃ ভগবান্ (কৃষ্ণঃ) তথা ইতি (ভগবদাজ্ঞানুরূপং) মীলিতাক্ষেষু উল্বণং (উগ্রং) অগ্নিং মুখেন পীত্বা কৃচ্ছ্রাৎ তান্ ব্যমোচয়ৎ (রক্ষিতবান্)।

১২। মূলানুবাদঃ বালকগণ 'তাই হোক' বলে চোখ বুজলে যোগাধীশ কৃষ্ণ অহো ঐ ভীষণ দাবানল শ্রীমুখে পান করে ফেললেন সরবৎ-এর মত এক গণ্ডূষে। এইরূপে বালকদের সঙ্কট থেকে সম্পূর্ণ-ভাবে মুক্ত করলেন।

ভাবঃ। নন্বহো কৌতুকিন্, লোচননিমীলনে কথমগ্নিপরিহারস্তত্রাহ,—মা ভৈষ্টেতি ততোঽন্যথাত্ব ন ত্রাণহেতু-রস্তীতি ভাবঃ॥ বি॰ ১১॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ নিমীলয়ত—চোখ বোজ, (এরূপ বললেন)। 'এই গোপবালক দের অগ্নিপান দর্শন উচিত নয়, এই কাজটি অলক্ষিত ভাবেই সারা উচিত এবং এই স্থান থেকে অতি পরি-শ্রান্ত, অতি সন্তপ্ত এদের অলক্ষিতেই অতি সুশীতল সুন্দর ছায়াময় ভাণ্ডীর তরুতল প্রাপ্তি করান উচিত',মনে মনে এরূপ পরামর্শ করে বললেন, 'চোখ বোজ'। পূর্বপক্ষ, হে কৌতুকিন্ চোখ বোজনে কি করে অগ্নিগ্রাস থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে, এরই উত্তরে, ভয় করো না এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই আজ রক্ষা পাওয়ার, এরূপ ভাব॥ বি॰ ১১॥

১২। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ তথা এবমস্ত্বিত্যর্থঃ, ইত্যেতদুক্ত্বা ইত্যর্থঃ; 'নন্বতাদৃ-শাগ্নিঃ শ্রীমুখেনাহো বত কথং পীতঃ?' তত্রাহ—যোগাধীশঃ দুর্বিতর্কৈশ্বর্য্যবিশেষৈকস্বামী। তচ্ছক্ত্যা পান-কগণ্ডূষতামিব গতমিতি ভাবঃ। বিশেষেণামোচয়ৎ ভাণ্ডীরপ্রাপণাৎ, মুখেন পানাভিপ্রায়ঃ প্রাগেবো-দ্দিষ্টঃ॥ জী॰ ১২॥

১২। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ তথা—'তাই হোক্' **ইতি**—এই বলে (নয়ন মুদ্রিত করলেন)। আচ্ছা, তাদৃশ অগ্নি শ্রীমুখে অহো কি করে পান করলেন? এরই উত্তরে—**যোগধীশো**—দুর্বিতর্ক ঐশ্বর্যবিশেষশালী অদ্বিতীয় স্বামী তিনি। **পীত্বা**—সেই শক্তিতে পানীয় দ্রব্যের মত গণ্ডূষ মাত্রে পান করে, এরূপ ভাব। **ব্যমোচয়ৎ**—বিশেষ ভাবে রক্ষা করলেন—ভাণ্ডীর বৃক্ষতলে পৌঁছে দেওয়া হেতু। মুখে পান অভিপ্রায় আগেই সূচিত হয়েছে॥ জী॰ ১২॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ভো বয়স্যাঃ, বহ্নিবিষাদীনামুপশমকং মণিমন্ত্রমহৌষধাদিকময়ং কৃষ্ণো বহুতরং জানাতীতি তচ্চ বিবিক্তং বিনা ন সিদ্ধ্যেদতোঽত্র জনসঙ্ঘট্টে অস্মাকং লোচননিমীলনমেব বিবিক্ত-মিত্যভিপ্রেত্যৈবৈবং ব্রূতে, তদ্বয়ং দৃঢ়তরমেব স্বস্বনেত্রে নিমীলয়াম ইত্যুক্ত্বা তে ন্যমীলয়ন্নিত্যাহ,—তথেতি। ভগবান্ মহৈশ্বর্য্যশক্তিযুক্তঃ। তীব্রমপি তং পীত্বেতি তত্রপিপাসায়াং জাতায়াং তদিচ্ছা-প্রতিকূল-মাচরিতুমসমর্থঃ সোঽগ্নিরেব মহাবিভ্যৎ সদ্য এব পরমসুশীতলসুগন্ধমধুররসপানকীভূয় তদীয় করকমলতলে

১৩। ততশ্চ তেঽক্ষীণ্যুন্মীল্য পুনর্ভাণ্ডীরমাপিতাঃ।
নিশম্য বিস্মিতা আসন্নাত্মানং গাশ্চ মোচিতাঃ॥

১৩। অন্বয়ঃ ততঃ তে (গোপাঃ) পুনঃ ভাণ্ডীরং (ভাণ্ডীরং নামা বটবৃক্ষতলং) আপিতাঃ (আনীতাঃ) অক্ষীণি উন্মীল্য আত্মানং গাঃ চ মোচিতাঃ নিশম্য (দৃষ্ট্বা) বিস্মিতাঃ আসন্।

১৩। মূলানুবাদঃ এবং অতঃপর কৃষ্ণের কথায় চোখ খুলেই বালকগণ বুঝতে পারলেন তাঁরা নিজেরা ও গোসকল ভাণ্ডীর তলে এসে গিয়েছেন ও সেহেতু মহাসঙ্কট থেকে সুরক্ষিত হয়েছেন, এতে তাঁরা বিস্মিত হলেন।

যদৈব গণ্ডুষমাত্রী বভূব তদৈব যোগাধীশো মুখেন পীত্বেত্যনেন তদীয়া যোগমায়ৈব শক্তিঃ প্রকটীভূয় তদপ্যেতৎ স্মরতামনুরাগার্দ্রচিত্তভক্তানাং দুঃসহ দুঃখপ্রদমিত্যুক্ত্বা তৎ করতলাদাচ্ছিদ্য সৈব মুখেন পপাবিতি লভ্যতে, যোগা যোগমায়া তস্যা অধীশত্বাত্তস্মিন্নেব তৎপানোপচারোঽভূদিতি ভাবঃ। যদ্বা, মুখেন উপায়েন পীত্বা কঃ উপায়স্তত্রাহ,—যোগাধীশ ইতি। যোগ ঐশ্বর্য্যশক্তিরেবেতি ভাবঃ। "মুখং প্রসরণে বক্ত্রে প্রারম্ভোপায়য়োরপী"তি মেদিনী। কৃচ্ছ্রাৎ গহ্বরপ্রবেশতৃট্শ্রমাদিজনিতাৎ তৎক্ষণমেব ভাণ্ডীরং নীত্বা তানমোচয়দিত্যর্থঃ। ততশ্চ ভো সখায়ঃ, মহাগ্নেঃ প্রতীকারো ময়া কৃতঃ সাম্প্রতমক্ষীণ্যুন্মীলয়তেতি কৃষ্ণেনোক্তাস্তেন পুনরক্ষীণ্যুন্মীল্য আত্মানং মোচিতং গাশ্চ মোচিতা নিশম্য জ্ঞাত্বা বিস্মিতা আসন্নিত্যন্বয়ঃ। কীদৃশাঃ ভাণ্ডীরমাপিতা তেনৈবেতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্॥ বি০ ১২-১৩॥

১২-১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ভো বয়স্যগণ! বহ্নি বিষাদির উপশমক মণি-মন্ত্র-মহৌষধাদিময় কৃষ্ণ বহুৎ কিছু তুকৃতাক্ জানে, কিন্তু তা নির্জনতা বিনা সিদ্ধ হয় না, তাই এখানে জন-সঙ্ঘট্টে চোখ বন্ধ করাই নির্জনতা, এই অভিপ্রায়ে চোখ বন্ধ করতে বলা হয়েছে—কাজেই আমরা অতি দৃঢ়ভাবে নিজ নিজ চোখ বন্ধ করব—এরূপ বলে তাঁরা চোখ বন্ধ করলেন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তথেতি। **ভগবান্**—মহা ঐশ্বর্যশক্তিযুক্ত। তীব্র হলেও তা পান করলেন। এ সম্বন্ধে বলবার কথা হচ্ছে—পিপাসা জাত হলে, তাঁর ইচ্ছা-প্রতিকূল ব্যবহার করতে অসমর্থ সেই অগ্নিও মহাভয় পেয়ে তৎক্ষণাৎই পরম সুশীতলসুগন্ধ মধুররসের সরবৎ হয়ে তদীয় করকমলতলে যখনই এক গণ্ডুষমাত্র হল, তখনই যোগাধীশ কৃষ্ণ মুখ-দ্বারে পান করলেন—এতে অন্তর্নিহিত এরূপ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, তদীয় যোগমায়াশক্তিই আবির্ভূত হয়ে বললেন, এও এই লীলাস্মরণকারী অনুরাগ-আর্দ্রচিত্ত ভক্তদের দুঃসহ হবে—এইরূপ বলে তাঁর করতল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তিনিই অর্থাৎ যোগমায়া দেবী নিজেই পান করে নিলেন। **যোগাধীশঃ**—'যোগা' যোগমায়া, কৃষ্ণ এই যোগমায়ার অধীশ্বর হওয়া হেতু এই কৃষ্ণেই সেই পান আরোপিত হল, এরূপ ভাব। অথবা, **মুখেন**—উপায়ে ['মুখ' শব্দে প্রসরণ, মুখ, প্রারম্ভ, উপায়—মেদিনী] পান করলেন—কি উপায়ে? এরই উত্তরে—যোগাধীশ ইতি। 'যোগ' ঐশ্বর্যশক্তি—ঐশ্বর্যশক্তিতে পান করলেন। **কৃচ্ছ্রাৎ ইতি**—গভীর বনে প্রবেশ

হেতু তৃষ্ণ, পরিশ্রমাদি জনিত সঙ্কট থেকে তাঁদের উদ্ধার করলেন, তৎক্ষণাৎ ভাণ্ডীর তলে নিয়ে। অতঃপর 'ভো সখাগণ! মহাগ্নির প্রতীকার আমি করেছি এখন চোখ খোল।' – কৃষ্ণ এই কথা বললে গোপবালকরা চোখ খুলে নিজেদের ও গোদের উদ্ধার প্রাপ্ত **নিশম্য**—বুঝতে পেরে বিস্মিত হলেন॥ বি০ ১২-১৩॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ ততঃ পানান্তরঞ্চ নূনং শ্রীভগবদুক্ত্যা এবাক্ষীণ্যুন্মীল্যাত্মানং মোচিতং গাশ্চ মোচিতা নিশম্য (নিশাম্য)দৃষ্ট্বা বিস্মিতা আসন্। ন কেবলং মোচিতাঃ, পুনর্ভাণ্ডীরমাপিতাশ্চ, নিশাম্যেত্যেব পাঠঃ ক্বচিৎ। মোচিতা ইত্যর্থবশাদ্বিভক্তি-বিপরিণামেনোভয়োরন্বয়ঃ। তত্র শ্রীযমুনাদক্ষিণ-কূলে শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে স্পারো ইতি প্রসিদ্ধশিবালয়গ্রামতো বায়ব্যদিশি ভাণ্ডীর ইতি যঃ প্রসিদ্ধোঽস্মাভির্দৃষ্ট-চরো যদংশো যৎসম্বন্ধেনাদ্যাপি তন্নাম্না খ্যাতস্তৎপ্রদেশো যমুনাঘট্টশ্চ বিস্পষ্টঃ, স এব ভাণ্ডীরবটো জ্ঞেয়ঃ; তদ্দক্ষিণতঃ ক্রোশপঞ্চকং যাবন্মুঞ্জাটবী চ তন্নিকটতঃ অগ্নিবারেতি প্রসিদ্ধগ্রামান্তে গ্রাহ্যা; তথা 'মধ্যে চাস্য মহাশাখো নগ্রোধঃ' ইত্যাদিনা শ্রীহরিবংশে শ্রীবৃন্দাবন এব ভাণ্ডীরস্য বর্ণনম্, ভবিষ্যোত্তরে চ মল্লদ্বাদশী-প্রসঙ্গে—ভাণ্ডীরে যো মল্লরূপী শ্রীকৃষ্ণো নিরূপিতস্তস্য তত্রৈব মহামল্ল ইতি প্রসিদ্ধিঃ। অতো বাসুদেবেতি প্রসিদ্ধা তদ্দেবতা চ সৈব জ্ঞেয়া। এবমেব 'বহন্তো বাহ্যমানাশ্চ চারয়ন্তশ্চ গোধনম্' (শ্রীভা ১০।১৮ ২২) ইত্যুক্তং, শ্রীবৃন্দাবনত আরব্ধায়াঃ ক্রীড়ায়া অবিচ্ছেদে সঙ্গচ্ছেত, অনন্তগবাদীনামুত্তারণাদিনা তদসিদ্ধেঃ। এবং 'কিং বিশ্রাম্যসি কৃষ্ণভোগিভবনে ভাণ্ডীরভূমিরুহি' ইত্যাদি প্রাচীনবৈষ্ণব-কবীনামপি মতমব্যাকুলং স্যাৎ, ততশ্চ শ্রীবরাহোক্তং লোকে ভাণ্ডহরেতি খ্যাতং ভাণ্ডহ্রদাখ্যতীর্থমেব যমুনায়া উত্তরকূলে জ্ঞেয়ম্॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এবং অতঃপর পানান্তর অবশ্য শ্রীভগবৎ-উক্তি অনুসারেই চোখ খুলে নিজেদের দাবানল থেকে রক্ষিত দেখে বিস্মিত হলেন। কেবল যে রক্ষিত তাই নয়, পুনরায় ভাণ্ডীর তল **আপিতাঃ**—প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে, দেখে বিস্মিত হলেন। ভাণ্ডীরের স্থান নির্ণয় হচ্ছে —শ্রীযমুনার দক্ষিণকূলে শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে 'স্পারো' নামে প্রসিদ্ধ শিবালয় গ্রাম থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে 'ভাণ্ডীর' নামে যা প্রসিদ্ধ, যার অংশ আমরা এই চোখে দেখতে পাচ্ছি যার সম্বন্ধে অদ্যাপি ভাণ্ডীর নামে খ্যাত সেই প্রদেশ ও যমুনা ঘাট পরিষ্কার রূপেই ব্যক্ত হয়ে আছে, সেই হল ভাণ্ডীর বট, এরূপ বুঝতে হবে। দক্ষিণ থেকে পাঁচ ক্রোশ যাবৎ শরবন এবং এই শরবনের নিকট থেকে 'অগ্নিবার' নামক প্রসিদ্ধ গ্রামের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তারিত এই ভাণ্ডীর নামক প্রদেশ। তথা 'এই বৃন্দাবনের মধ্যে মহাশাখ বট' ইত্যাদি কথায় শ্রীহরিবংশে শ্রীবৃন্দাবনেই ভাণ্ডীরের বর্ণন; এবং ভবিষ্যোত্তরে মল্লদ্বাদশী প্রসঙ্গে—'যে ভাণ্ডীরে কৃষ্ণ মল্লরূপে নিরূপিত, সেখানেই মহামল্ল নামে প্রসিদ্ধি হয়েছে। অতএব বাসুদেব নামে প্রসিদ্ধ যে দেবতা, তা কৃষ্ণই।' এইরূপেই "কেউ কাউকে বইতে বইতে কেউ কারুর কাঁধে চড়ে গোধন চড়াতে চড়াতে ভাণ্ডী-রের দিকে চললেন'—(শ্রীভা০ ১০ ১৮-২২) শ্রীবৃন্দাবন্ থেকে আরব্ধ এই ক্রীড়ার অবিচ্ছেদে সঙ্গতি হল, নতুবা যমুনার এক পারে বৃন্দাবন এবং অপর পারে ভাণ্ডীর হলে অনন্ত গোধন পার করতে গিয়েই খেলা

১৪। কৃষ্ণস্য যোগবীর্য্যং তদ্‌যোগমায়ানুভাবিতম্।
দাবাগ্নেরাত্মনঃ ক্ষেমং বীক্ষ্য তে মেনিরেঽমরম্॥

১৪। অন্বয়ঃ কৃষ্ণস্য যোগমায়ানুভাবিতং (কৃষ্ণস্য যোগমায়াশক্ত্যা জ্ঞাপিতং) তৎ যোগবীর্য্যং দাবাগ্নেঃ আত্মনঃ ক্ষেমং (ত্রাণং) বীক্ষ্য তং (কৃষ্ণং) অমরং (দেবং ইতি) মেনিরে।

১৪। মূলানুবাদঃ কৃষ্ণের স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তিতে প্রকাশিত যোগ-প্রভাবে দাবানল থেকে নিজেদের মুক্তি হল দেখে গোপবালকগণ কৃষ্ণকে দেবতা মনে করলেন।

ভেঙ্গে যেত। এইরূপে 'তুমি কি ভাণ্ডীর ভূমি থেকে উদিত কৃষ্ণসর্প ভবনে বিশ্রাম করছ? ইত্যাদি প্রাচীন বৈষ্ণব-কবীদেরও মত স্থির থাকল। অতঃপর শ্রীবরাহে উক্ত আছে—ভণ্ডহরা বলে জগতে খ্যাত ভাণ্ডত্বদাখ্য তীর্থও যমুনার উত্তরকূলে স্থিত, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ১৩॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অথাপি তেষাম্ 'ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা' (শ্রীভা ১০।১২।১১) ইত্যাদিষু সর্ব্বোর্দ্ধিশ্লাঘিত-শুদ্ধমৈত্রীমতাং তদাচ্ছাদকমৈশ্বর্য্যজ্ঞানং ন বভূব, কিন্তু কথঞ্চিৎ প্রভাব-জ্ঞানমেবাজায়তেত্যাহ—কৃষ্ণস্য যোগমায়য়া স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা অনুভাবিতং ব্যঞ্জিতম্। 'যোগোঽপূর্ব্বার্থ-সংপ্রাপ্তৌ' ইতি বিশ্বপ্রকাশাদপূর্ব্বার্থসম্প্রাপ্তিসম্পাদকং যদ্বীর্য্যং প্রভাবস্তদ্বীক্ষ্য মত্বা তম্ অমরং দেববিশেষং মেনিরে। কীদৃশং বীর্য্যম্? দাবাগ্নেঃ সকাশাদাত্মনঃ ক্ষেমং মঙ্গলহেতুমিতি। যদ্বা, ন বিদ্যতে মরো মরণং যস্মাত্তং, এতদাশ্রয়েণ মরণাদপি ন বিরহং প্রাপ্স্যাম ইতি ভাবঃ॥ বি০ জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ যদ্যপি 'ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা' অর্থাৎ 'জ্ঞানী প্রভৃতির কৃষ্ণসহ বিহার সম্ভব নয়, কিন্তু এই গোপবালকগণ কৃষ্ণসহ সচ্ছন্দ বিহার করছেন'—(শ্রীভা০ ১০। ১২।১১) ইত্যাদি শ্লোকে সর্বোচ্চ প্রশংসিত শুদ্ধ সখ্যভাবে আসক্ত এই গোপবালকদের সেই সখ্যভাবের আচ্ছাদক ঐশ্বর্য জ্ঞান হতে পারে না, কিন্তু কথঞ্চিৎ প্রভাব জ্ঞানই উদিত হয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে — কৃষ্ণের **যোগমায়ানুভাবিতাম্**—স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা 'অনুভাবিতম্' প্রকাশিত **যোগবীর্যং**—[যোগোঽপূর্বার্থসংপ্রাপ্তৌ'-বিশ্বপ্রকাশ] এই অভিধান অনুসারে অপূর্ব প্রয়োজন সম্যক্‌রূপে প্রাপ্তি করিয়ে দেয় যে 'বীর্য' প্রভাব, সেই প্রভাব কৃষ্ণেতে দেখে তাঁকে দেববিশেষ বলে মনে করলেন। সেই বীর্য কিরূপ? এর উত্তরে—দাবাগ্নির গ্রাস থেকে নিজেদের যে **ক্ষেমং**—মঙ্গল, তার কারণ স্বরূপ বীর্য। অথবা, ['ক্ষেম' ক্ষি (ক্ষয়করা)+ম(মৃ) মরণে]—এর থেকে অর্থ আসছে—যা থেকে মরণ পালিয়ে যায়, সেই বীর্য—একে আশ্রয় করলে মরণ হেতুও কৃষ্ণবিরহ-যাতনা ভোগ করতে হবে না এরূপ ভাব॥ জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তাদৃশৈশ্বর্য্যদর্শনেঽপি তেষাং বিশুদ্ধপ্রেমমৈত্রীমতাং তদাচ্ছাদকমৈশ্বর্য্য-জ্ঞানং অর্জ্জুনাদীনামিব ন বভূবেত্যাহ,—কৃষ্ণস্য যোগমায়াশক্ত্যা অনুভাবিতং জ্ঞাপিতং যোগবীর্য্যম্ "যোগোঽ-পূর্ব্বার্থসম্প্রাপ্তা"বিতি বিশ্বকোষাদপূর্ব্বার্থসম্প্রাপকং বীর্য্যং প্রভাবম্। তৎ আত্মক্ষেমং বীক্ষ্য তৎ শ্রীকৃষ্ণং

১৫। গাঃ সন্নিবর্ত্ত্য সায়াহ্নে সহরামো জনার্দ্দনঃ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোষ্ঠমগাদ্গোপৈরভিষ্টুতঃ॥
১৬। গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্গোবিন্দদর্শনে।
ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দাবাগ্নিপানং
নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

১৫। অন্বয়ঃ সায়াহ্নে সহ রামঃ জনার্দ্দনঃ গাঃ সন্নিবর্ত্য বেণুং বিরণয়ন্ গোপৈঃ অভিষ্টুতঃ (স্তুতঃ সন্) গোষ্ঠং অগাৎ।

১৬। অন্বয়ঃ যেন (কৃষ্ণেন) বিনা যাসাং ক্ষণং (ক্ষণকালং) যুগশতং অভবৎ গোবিন্দদর্শনে (তাসাং) গোপীনাং পরমানন্দঃ আসীৎ।

১৫। মূলানুবাদঃ অতঃপর সায়ংকালে সরাম জনার্দন গোসকলকে ফিরিয়ে বিশেষ সুরে বেণু বাজাতে বাজাতে গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন—বালকগণের দ্বারা চতুর্দিক থেকে স্তুত হতে হতে।

১৬। মূলানুবাদঃ কৃষ্ণবিরহে যাঁদের একটি ক্ষণ যুগশত মনে হয়, সেই শ্রীরাধাদি প্রেয়সী গোপীগণের তখন পরমানন্দ হল গোবিন্দ দর্শনে।

অমরং দেববিশেষং মেনিরে নতু তদপি এষাং সম্বন্ধস্য শৈথিল্যগন্ধোঽপি জ্ঞেয়ঃ। যতঃ খল্বয়মস্মাকং সখা মনুষ্যাশক্যকর্ম্মকরণাদ্দেব এব ন মানুষ ইতি ততশ্চৈতৎ সখ্যত্বাদ্ বয়মপি দেবা এবেত্যতুল্যত্বে সখ্যাসম্ভবাদিত্যনুমায় আনন্দমত্তাস্তে বভূবুরিতি ভাবঃ॥ বি০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তাদৃশ ঐশ্বর্য দর্শনেও বিশুদ্ধ সখ্যপ্রেমবান্ এই সখাদের অর্জুনাদির মত এই ভাবের আচ্ছাদক ঐশ্বর্য জ্ঞান হল না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—কৃষ্ণের যোগমায়া শক্তি **অনুভাবিতং**—জ্ঞাপিত **যোগবীর্যং**—[যোগ—অপূর্ব অর্থ সম্প্রাপ্তি-বিশ্বকোষ] অপূর্ব অর্থ সম্প্রাপক 'বীর্য' প্রভাব। সেই অপূর্ব অর্থ হল 'আত্মক্ষেম' নিজেদের মুক্তি, তা বুঝতে পেরে সেই শ্রীকৃষ্ণকে **অমরং**—দেববিশেষ মনে করলেন—কিন্তু এতেও এই বালকদের সম্বন্ধের শিথিলতা কিঞ্চিৎ মাত্রও ঘটল না—কারণ সখাদের এরূপ মনোভাব, যথা—আমাদের এই সখা মনুষ্য-অশক্য কর্ম করা হেতু দেবতাই, মানুষ নয়। এবং অতঃপর এর সখা হওয়া হেতু আমরাও দেবতাই, কারণ অসম হলে সখ্যতা অসম্ভব। এরূপ অনুমান করে তারা আনন্দমত্ত হলেন, এরূপ ভাব॥ বি০ ১৪॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ জনার্দ্দন ইতি ব্রজজনৈঃ সদা দ্রষ্টুং যাচ্যতে ইত্যভিপ্রায়েণ॥ জী০ ১৫॥

১৪। কৃষ্ণস্য যোগবীর্য্যং তদ্‌যোগমায়ানুভাবিতম্।
দাবাগ্নেরাত্মনঃ ক্ষেমং বীক্ষ্য তে মেনিরেঽমরম্॥

১৪। অন্বয়ঃ কৃষ্ণস্য যোগমায়ানুভাবিতং (কৃষ্ণস্য যোগমায়াশক্ত্যা জ্ঞাপিতং) তৎ যোগবীর্য্যং দাবাগ্নেঃ আত্মনঃ ক্ষেমং (ত্রাণং) বীক্ষ্য তং (কৃষ্ণং) অমরং (দেবং ইতি) মেনিরে।

১৪। মূলানুবাদঃ কৃষ্ণের স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তিতে প্রকাশিত যোগ-প্রভাবে দাবানল থেকে নিজেদের মুক্তি হল দেখে গোপবালকগণ কৃষ্ণকে দেবতা মনে করলেন।

ভেঙ্গে যেত। এইরূপে 'তুমি কি ভাণ্ডীর ভূমি থেকে উদিত কৃষ্ণসর্প ভবনে বিশ্রাম করছ? ইত্যাদি প্রাচীন বৈষ্ণব-কবীদেরও মত স্থির থাকল। অতঃপর শ্রীবরাহে উক্ত আছে—ভণ্ডহরা বলে জগতে খ্যাত ভাণ্ডহ্রদাখ্য তীর্থও যমুনার উত্তরকূলে স্থিত, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ১৩॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অথাপি তেষাম্ 'ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা' (শ্রীভা ১০।১২।১১) ইত্যাদিষু সর্ব্বোদ্ধিশ্লাঘিত-শুদ্ধমৈত্রীমতাং তদাচ্ছাদকমৈশ্বর্য্যজ্ঞানং ন বভূব, কিন্তু কথঞ্চিৎ প্রভাব-জ্ঞানমেবাজায়তেত্যাহ—কৃষ্ণস্য যোগমায়য়া স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা অনুভাবিতং ব্যঞ্জিতম্। 'যোগোঽপূর্ব্বার্থ-সংপ্রাপ্তৌ' ইতি বিশ্বপ্রকাশাদপূর্ব্বার্থসম্প্রাপ্তিসম্পাদকং যদ্বীর্য্যং প্রভাবস্তদ্বীক্ষ্য মত্বা তম্ অমরং দেববিশেষং মেনিরে। কীদৃশং বীর্য্যম্? দাবাগ্নেঃ সকাশাদাত্মনঃ ক্ষেমং মঙ্গলহেতুমিতি। যদ্বা, ন বিদ্যতে মরো মরণং যস্মাত্তং, এতদাশ্রয়েণ মরণাদপি ন বিরহং প্রাপ্স্যাম ইতি ভাবঃ॥ বি০ জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ যদ্যপি 'ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা' অর্থাৎ 'জ্ঞানী প্রভৃতির কৃষ্ণসহ বিহার সম্ভব নয়, কিন্তু এই গোপবালকগণ কৃষ্ণসহ সচ্ছন্দ বিহার করছেন'—(শ্রীভা০ ১০। ১২।১১) ইত্যাদি শ্লোকে সর্বোচ্চ প্রশংসিত শুদ্ধ সখ্যভাবে আসক্ত এই গোপবালকদের সেই সখ্যভাবের আচ্ছাদক ঐশ্বর্য জ্ঞান হতে পারে না, কিন্তু কথঞ্চিৎ প্রভাব জ্ঞানই উদিত হয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে — কৃষ্ণের **যোগমায়ানুভাবিতাম্**—স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা 'অনুভাবিতম্' প্রকাশিত **যোগবীর্যং**— [যোগোঽপূর্বার্থসংপ্রাপ্তৌ'-বিশ্বপ্রকাশ] এই অভিধান অনুসারে অপূর্ব প্রয়োজন সম্যক্‌রূপে প্রাপ্তি করিয়ে দেয় যে 'বীর্য' প্রভাব, সেই প্রভাব কৃষ্ণেতে দেখে তাঁকে দেববিশেষ বলে মনে করলেন। সেই বীর্য কিরূপ? এর উত্তরে—দাবাগ্নির গ্রাস থেকে নিজেদের যে **ক্ষেমং**—মঙ্গল, তার কারণ স্বরূপ বীর্য। অথবা, ['ক্ষেম' ক্ষি (ক্ষয়করা)+ম(মৃ) মরণে]—এর থেকে অর্থ আসছে—যা থেকে মরণ পালিয়ে যায়, সেই বীর্য—একে আশ্রয় করলে মরণ হেতুও কৃষ্ণবিরহ-যাতনা ভোগ করতে হবে না এরূপ ভাব॥ জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তাদৃশৈশ্বর্য্যদর্শনেঽপি তেষাং বিশুদ্ধপ্রেমমৈত্রীমতাং তদাচ্ছাদকমৈশ্বর্য্য-জ্ঞানং অর্জ্জুনাদীনামিব ন বভূবেত্যাহ,—কৃষ্ণস্য যোগমায়াশক্ত্যা অনুভাবিতং জ্ঞাপিতং যোগবীর্য্যম্ "যোগোঽ-পূর্ব্বার্থসম্প্রাপ্তা"বিতি বিশ্বকোষাদপূর্ব্বার্থসম্প্রাপকং বীর্য্যং প্রভাবম্। তৎ আত্মক্ষেমং বীক্ষ্য তৎ শ্রীকৃষ্ণং

১৫। গাঃ সন্নিবর্ত্ত্য সায়াহ্নে সহরামো জনার্দ্দনঃ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোষ্ঠমগাদ্গোপৈরভিষ্টুতঃ॥
১৬। গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্গোবিন্দদর্শনে।
ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দাবাগ্নিপানং
নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

১৫। অন্বয়ঃ সায়াহ্নে সহ রামঃ জনার্দ্দনঃ গাঃ সন্নিবর্ত্য বেণুং বিরণয়ন্ গোপৈঃ অভিষ্টুতঃ (স্তুতঃ সন্) গোষ্ঠং অগাৎ।

১৬। অন্বয়ঃ যেন (কৃষ্ণেন) বিনা যাসাং ক্ষণং (ক্ষণকালং) যুগশতং অভবৎ গোবিন্দদর্শনে (তাসাং) গোপীনাং পরমানন্দঃ আসীৎ।

১৫। মূলানুবাদঃ অতঃপর সায়ংকালে সরাম জনার্দন গোসকলকে ফিরিয়ে বিশেষ সুরে বেণু বাজাতে বাজাতে গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন—বালকগণের দ্বারা চতুর্দিক থেকে স্তুত হতে হতে।

১৬। মূলানুবাদঃ কৃষ্ণবিরহে যাঁদের একটি ক্ষণ যুগশত মনে হয়, সেই শ্রীরাধাদি প্রেয়সী গোপীগণের তখন পরমানন্দ হল গোবিন্দ দর্শনে।

অমরং দেববিশেষং মেনিরে নতু তদপি এষাং সম্বন্ধস্য শৈথিল্যগন্ধোঽপি জ্ঞেয়ঃ। যতঃ খল্বয়মস্মাকং সখা মনুষ্যাশক্যকর্ম্মকরণাদ্দেব এব ন মানুষ ইতি ততশ্চৈতৎ সখ্যত্বাদ্ বয়মপি দেবা এবেত্যতুল্যত্বে সখ্যাসম্ভবাদিত্যনুমায় আনন্দমত্তাস্তে বভূবুরিতি ভাবঃ॥ বি০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তাদৃশ ঐশ্বর্য দর্শনেও বিশুদ্ধ সখ্যপ্রেমবান্ এই সখাদের অর্জুনাদির মত এই ভাবের আচ্ছাদক ঐশ্বর্য জ্ঞান হল না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—কৃষ্ণের যোগমায়া শক্তি **অনুভাবিতং**—জ্ঞাপিত **যোগবীর্যং**—[যোগ—অপূর্ব অর্থ সম্প্রাপ্তি-বিশ্বকোষ] অপূর্ব অর্থ সম্প্রাপক 'বীর্য' প্রভাব। সেই অপূর্ব অর্থ হল 'আত্মক্ষেম' নিজেদের মুক্তি, তা বুঝতে পেরে সেই শ্রীকৃষ্ণকে **অমরং**—দেববিশেষ মনে করলেন—কিন্তু এতেও এই বালকদের সম্বন্ধের শিথিলতা কিঞ্চিৎ মাত্রও ঘটল না—কারণ সখাদের এরূপ মনোভাব, যথা—আমাদের এই সখা মনুষ্য-অশক্য কর্ম করা হেতু দেবতাই, মানুষ নয়। এবং অতঃপর এর সখা হওয়া হেতু আমরাও দেবতাই, কারণ অসম হলে সখ্যতা অসম্ভব। এরূপ অনুমান করে তারা আনন্দমত্ত হলেন, এরূপ ভাব॥ বি০ ১৪॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ জনার্দন ইতি ব্রজজনৈঃ সদা দ্রষ্টুং যাচ্যতে ইত্যভিপ্রায়েণ॥ জী০ ১৫॥